যুগান্তর

তারিখ ... 29 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... 2 ...

সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজে ১৪ কোটি টাকার দুর্নীতি

দুদকের দুই মামলায় আসামি ১২

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল সামগ্রী ও আসবাবপত্র ক্রয়ে ১৩ কোটি ৭০ লাখ ৯৭ হাজার ৫২৫ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগে সাতক্ষীরা থানায় দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। প্রতিটি মামলায় ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুদক প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আমিরুল ইসলাম মামলা দুটির এজাহার দাখিল করেন। দুই মামলায় আসামিরা হলেন— ঢাকার বেঙ্গল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড সার্জিক্যাল কোম্পানির মালিক মো. জাহের উদ্দিন, তার বাবা মার্কেন্টাইল ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের মালিক আবদুস সাত্তার, এসিস্ট্যান্ট রিপায়ার কাম ট্রেনিং ইঞ্জিনিয়ারের (নিমিউ অ্যান্ড টিসি) মো. হাবিবুর রহমান, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও পরিচালক ডা. এসজেড আতিক, সার্জারি কনসালট্যান্ট ডা. রুহুল কুদ্দুস, আরএমও ডা. মারুফ হাসান, ডা. নারায়ণ প্রসাদ সান্যাল, ডা. জাহাঙ্গীর আলম, ডা. রহিমা খাতুন, মো. ওয়াহিদুজ্জামান, স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার সোহরাব হোসেন, সাতক্ষীরা গণপূর্ত বিভাগ উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মো. হারুনার রশীদ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপসচিব আবদুল মালেক।

বাদী তার প্রথম মামলায় (মামলা নং ৫৩) উল্লেখ করেন, দুই ঠিকাদার, সার্জিক্যাল কোম্পানির মালিক জাহের উদ্দিন ও এসিস্ট্যান্ট রিপায়ার কাম ট্রেনিং ইঞ্জিনিয়ারের, হাবিবুর রহমানের সহায়তায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ডা. এসজেড আতিকসহ অন্যরা ৩৩ আইটেমের যন্ত্রপাতি ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাজার দর অপেক্ষা বেশি দরে ২০ কোটি টাকা ব্যয় মঞ্জুরি এনে সর্বমোট ৬ কোটি ১৯ লাখ ৭৬ হাজার ২৪ টাকা পরস্পরের যোগসাজশে আত্মসাৎ করে।

দ্বিতীয় মামলায় (মামলা নং ৫৪) উল্লেখ করা হয়, মার্কেন্টাইল ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের মালিক আবদুস সাত্তার ও নিমিউ অ্যান্ড টিসির মো. হাবিবুর রহমান ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভারি যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য দরপত্র দাখিল করে। পরে মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ডা. এসজেড আতিকসহ অন্য সদস্যদের যোগসাজশে ৪১টি আইটেমের মেশিন/যন্ত্রাংশ বাজার দরের চেয়ে অধিক মূল্যে ব্যয় মঞ্জুরি গ্রহণ করে ২০ কোটি টাকা থেকে ৭ কোটি ৫১ লাখ ২১

দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

দুর্নীতি : ১৪ কোটি টাকার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হাজার ৫০১ টাকা আত্মসাৎ করে। সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসআই শেখ জানান, প্রতিটি মামলায় ১২ জন করে আসামি রয়েছেন। মামলা দুটি দুদকের প্রধান কার্যালয় তদন্ত করবে বলে জানান তিনি। এদিকে মামলা দুটির তিন নম্বর আসামি সাতক্ষীরার সাবেক সিভিল সার্জন ও মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা. এসজেড আতিক বলেন, 'আমি জ্ঞাতসারে কোনো প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় নেইনি। কমিটির সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিধি মোতাবেক দরপত্র গ্রহণ ও কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'